মুজিবনগরে ভাবিকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টাঃ থানায় মামলা

মুজিবনগরে ভাবিকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পাশের বাড়ির ফারুক হোসেন নামের এক দেবরের বিরুদ্ধে।
যে কারণে থানায় একটি ধর্ষণের চেষ্টার মামলাও হয়েছে।
গত ১৯-০৫-২০২১ বুধবার সন্ধ্যারাতে ধর্ষণের চেষ্টা করা হলে শিরিনা খাতুন (ছদ্ম নাম) নিজে বাদি হয়ে ২০-০৫-২০২১ বৃহস্পতিবার সকালে ফারুক হোসেনের নামে একটি ধর্ষণের অভিযোগ করেন। তবে শীলতাহানীর বিষয়টি ছেলে পক্ষের লোকজন ধামাচাপা দিতে চাইলেও মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে বেরিয়ে আসে সঠিক তথ্য। ফারুক হোসেন মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের বদরউদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে। সে ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে লেখাপড়া করে। ও শিরিনা খাতুন ফারুক হোসেনের প্রতিবেশি।

শিরিনা খাতুন ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ফারুকের সাথে আমার কোনদিন কথাও হতো না। সে ঢাকাতে লেখাপড়া করে সে কারণে বাসাতে কম থাকতো। কিন্তু বুধবার সন্ধার পর আমি রান্না করছি এমন সময় হঠাৎ আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। আমি পিছন ঘুরে দেখি ফারুক। পরে আমি যখন তাকে ছেড়ে দিতে বলি তখন সে আমাকে আরও জরিয়ে ধরে অশ্নীল আচারণ করতে থাকে। আমি তখন কোন উপায় না পেয়ে হৈচৈ শুরু করে দিই। হৈচৈ শুরু শুনে আমার জায়ের ছেলে ও আমার মেয়ে ঘর থেকে বিরিয়ে আসে। যখনিই আমার মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালতে চাইলে আমি তার জামা চেপে ধরে থাকলে সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এসময় সে বলে তুই আমার কি করবি করে নিস। এই বলে সে আমার কাছে থেকে জোর করে পালিয়ে যায়। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে আমি বাদি হয়ে তার নামে একটি অভিযোগ করে আসি।

স্থাানীরা জানান, এরকম একটি ঘটনা শুনেছি, তবে নিজের চোখে না দেখে তো কিছু বলা যায় না। ফারুক হোসেন বলেন, সে আমার মায়ের বয়সের। তার সাথে আমি এমনটা কিভাবে করতে পারি। তাছাড়া আমার পরিবারের কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা ধার নিয়েছিলো। সেই সুবাদে তার সাথে আমার কথা হয়। বুধবারের দিন সে আমাকে টাকার বিষয়ে কথা বলতে তার বাসায় ডেকেছিলো। আমার টাকার দরকার ছিলো তাই তার কাছে টাকার জন্য গিছিলাম। হয়তো টাকা দিতে জোর করা হত বলে সে আমাকে এরকম একটি খারাপ বদনাম দিয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ, আব্দুল হাশেম বলেন, মেয়ে বাদি হয়ে ২৬-০৫-২০২১ বুধবার সকালে ফারুক হোসেনের নামে একটি ধর্ষণের চেষ্টার মামলা করেছে। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের অভিযোগ সেই বাকেরের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের অভিযোগ উঠেছে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরশুতি গ্রামের বিদেশ ফেরত সেই বাকেরের বিরুদ্ধে। রবিবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরশুতি গ্রামের মৃত আয়ুব আলী খানের ছেলে হোসেন আলীর পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় ৩০/৪০ হাজার টাকার মাছ ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানায় ভুক্তভোগী। ঘটনার সুষ্ট বিচার চেয়ে আদালতে মামলা করবেন বলে জানান তিনি।

ভুক্তভোগী হোসেন আলী জানান, গত এক মাস পূর্বে আমার নিজ নামীয় ১ বিঘা জমিতে থাকা পুরাতন পুকুর পূনঃরায় সংস্কার করি। এর মধ্যে পুকুর সংস্কারে বাধা হয়ে দাড়ায় একই এলাকার বিদেশ ফেরত বাকের আলী। পুলিশি হয়রানী সহ বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি এমনকি আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এরমধ্যে গতএক সপ্তাহ পূর্বে ওই পুকুরে নতুন করে বিভিন্ন প্রজাতির চাষকৃত মাছ অবমুক্ত করা হয়। রবিবার সকালে পুকুরে যেয়ে দেখতে পায় মাছ মরে পানিতে ভাষছে। শত্রুতা করে রাতে আমার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে বাকের ও তার ভায়েরা এই মাছ মেরেছে। তিনি জানান, বিষ প্রয়োগ ছাড়া পুকুরের সব মাছ এক সাথে মরতে পারে না।

এদিকে অভিযুক্ত বাকের আলী জানান, কখন কিভাবে পুকুর কেটে মাছ ছাড়ছে এবিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন জানান, মাছ মারার বিষয়ে কোন অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে প্রকাশ্যে বোমা বিষ্ফোরণ মামলায় ২১ আসামীর আত্নসমর্পণ

মেহেরপুরে গাংনীর সাহারবাটিতে প্রকাশ্যে পাঁচটি বোমা বিষ্ফোরনের আওয়ামীলীগের দু’পক্ষের মামলায় এক পক্ষের ২১ জন আসামী আদালতে আত্নসমর্পণ করেছেন। আজ (২৩ মে) রবিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম রাফিয়া সূলতানার আদালতে তারা আত্নসমর্পণ করেন। আদালতের কাছে আত্নসমর্পণকারীদের জামিন আবেদন করা হলে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।
মামলায় বাদী পক্ষের শুনানীতে আইনজীবী ছিলেন এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও কোর্ট পরিদর্শক (সিএসআই) গোলাম মহাম্মদ । আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম।

মামলা সুত্রে জানাগেছে, গত ২৪ এপ্রিল সকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল ও নৌকা মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সমর্থকদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় পাঁচটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। আহত হয় উভয় পক্ষের চারজন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা দায়ের করেন। চেয়ারম্যান পক্ষে মাবিয়া মলদারের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ২৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা করেন । মামলা নং-২১/২০২১। অপরদিকে গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম টুটুল বাদী হয়ে ২৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন । যার মামলা নং ২২/২০২১। মামলাটি দুটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় এসআই আব্দুর রাজ্জাক ও এসআই গোলাম মোস্তফাকে।

রাকিবুল ইসলাম টুটুলের দায়েরকৃত মামলার প্রথম দিনেই এক আসামী গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আতাউর রহমান টোকনসহ উভয় পক্ষে ৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করে গাংনী থানা পুলিশ। বাঁকী আসামীরা পলাতক অবস্থায় থেকে আইনের প্রতি

শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৭জন আসামীদের মধ্যে ২১ জন আজ আত্নসমর্পন করেন।

মেহেরপুর সদরের পাটাপোকায় অভিনব কায়দায় ছাগল চুরি! তিন চোর আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটাপোকা গ্রামে ছাগল চোর চক্রের তিন সদস্যকে হাতে নাতে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে সাইদুল (১৭), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার আশকারের ছেলে রাসেল (২০) এবং একই এলাকার ৮ নং ওয়ার্ডের মৃত টগর আলীর ছেলে মাসুদ (৩৫)।

ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, ইজিবাইকে যাত্রীবেশে বসে ছিল মাসুদ ও সাইদুল। রাসেল ইজিবাইক চালক। পাটাপোকা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে ছাগল চরতে দেখে তারা গাড়ি থামিয়ে একটি ছাগল তুলে নেয়। পরে বেশ কিছুদুর গিয়ে আরেকটি ছাগল দেখে তারা সেটিও গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করে। এসময় বাড়ীর ছাদে ধান শুকাচ্ছিলো শুকজান নামের এক মহিলা। গাড়ীতে ছাগল তুলতে দেখে সে চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকারে পাশ্ববর্তী লোকজন ছুটে এলে তারা ছাগল ফেলে ইজিবাইক নিয়ে পালাতে থাকে।

গ্রামের সাইদ, আলিম, সজীব ও রাসেল তাদের ধাওয়া করে কিছুদূর গিয়ে ধরে ফেলে। চোর ধরা পড়ার খবরে উৎসুক জনতা এসে তাদের ইজিবাইক ভাংচুর করে এবং তাদের গণধোলাই দিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই কামরুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের উদ্ধার করে ক্যাম্প হেফাজতে আনেন। এঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলমান ছিল। স্থানীয়রা জানান, চুরি যাওয়া ছাগল দুটি পাটাপোকা গ্রামের হামেজ উদ্দীনের ছেলে মক্কর আলী ও আতাহার আলীর ছেলে ইয়াসিন আলীর। এর আগেও গ্রাম থেকে আটটি ছাগল চুরি হয়েছে।

মেহেরপুরে আইনজীবী সমিতির মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির মানববন্ধন স্বাস্থ্যবিধি মেনে আদালত চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা।

রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলীর নেতৃত্বে মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে সাবেক সম্পাদক কামরুল হাসান রমজান আলী,আসাদুল আজম খোকন,মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য আইনজীবীর অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিক আল আমীনের জামিন

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক আল আমীনকে জামিন দিয়েছে আদালত।
শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম রাফিয়া সুলতানার আদালতে জামিন আবেদন করলে জামিন মঞ্জুর করে আদালত। জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ। আসামী পক্ষের ছিলেন আইনজীবি শফিকুল আলম।
এর আগে শনিবার ভোরে গাংনী পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আল আমিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি।
উল্লেখ্য: ২০২০ সালের ১১ মে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন

পত্রিকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ন সম্পাদক আল আমীনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ১২ তাং ১৩-০৫-২০২০ইং।

মেহেরপুরে ডিজিটাল নিরাপত্তা মামলায় সাংবাদিক আল আমিন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় সাংবাদিক আল আমিন হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার ভোরে গাংনী পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আল আমিন হোসেন বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত আব্বাস আলীর ছেলে ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই সুমন জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় আদালতের পরোয়ানা থাকায় সাংবাদিক আল আমিন হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য: ২০২০ সালের ১১ মে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ‘গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছে পরের বাড়ি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন ও যুগ্ন সম্পাদক আল আমিনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ১২, তাং ১৩-০৫-২০২০ইং। মামলায়

নিম্ম আদালত থেকে তারা জামিনে ছিলেন। সম্প্রতি পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে আদালত পরিবর্তন হয় এবং বিচারক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তবে সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে মামলা হলেও তিনি এখনো সেই বাড়ি ছাড়েননি।

যে সংবাদ প্রকাশের কারণে উপরোক্ত মামলা নিচে তার লিংক দেওয়া হলো

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি

গাংনীতে পান বরজ থেকে গাঁজা গাছ উদ্ধার ॥ গ্রেফতার এক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামের একটি পান বরজে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গাঁজাসহ জব্দ ও পান বরজ মালিক কুতুব উদ্দীনকে (৬০) গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানা সুত্রে জানা গেছে, গাংনী থানার পরিদর্শক তদন্ত সাজেদুল ইসলাম এএসআই বিপ্লবসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাইপুর মাঠে অভিযান চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পেরেছিলেন একটি পান বরজে গাঁজা চাষ হচ্ছে। অভিযানে বড় আকারের ৭টি গাঁজা গাছ কেটে তা জব্দ করা হয়। গাঁজা চাষের অপরাধে গ্রেফতার করা হয় পান বরজ মালিক কুতুব উদ্দীন।

এদিকে গ্রেফতারের পর কুতুব উদ্দীন পুলিশের কাছে দাবি করেন গাঁজা চাষের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তার ছেলে সবুজ হোসেন এই পান বরজ দেখাশোনা করেন। তবে পুলিশের অভিযান টের পেয়ে আত্মগোপন করেন অভিযুক্ত গাঁজা চাষী সবুজ হোসেন।
গাংনী থানার পরিদর্শক তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, পান বরজ মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের পুর্বক

আদালতে প্রেরণ করা হবে। জব্দকৃত গাঁজা গাছগুলো আদালতে প্রেরণ করা হবে। গাঁজা চাষের বিষয়ে তদন্ত করে আত্মগোপনে থাকা সবুজ হোসেনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় বহুল আলোচিত প্রকাশ্যে গুলি বর্ষণকারী প্রধান আসামি শাকের গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদরের বাস টার্মিনাল এলাকায় বহুল আলোচিত দিনেদুপুরে গুলিবর্ষণকারী প্রধান আসামী শাকের আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটার দিকে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, আসামী শাকের আলির কাছ থেকে একটি বিদেশী পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। একই সাথে তার সাথে থাকা চাচাতো ভাই মামুনকেও আটক করেছে পুলিশ।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে সাচ্চু নামে এক ট্রাকচালকে জখম করে বাকের ও শাকের সহ কয়েকজন। ঘটনার পরই পুলিশের অভিযানে অভিযুক্তদের একজন বাকের কে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে একটি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের হলে তারপর থেকেই পলাতক ছিলেন মামলার অন্যতম আসামী শাকের আলী। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে শহরের জাফরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই এলাকার সুসাহেবের ছেলে শাকের কে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে বিদেশী ৭.৬৫ ক্যালিবার একটি পিস্তল, ম্যাগজিনভর্তি চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। একইসাথে তার চাচাতো ভাই মামুনকেও আটক করা হয়েছে।

উক্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

(প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খানসহ অন্যরা।

সাংবাদিক রোজিনার জামিন বিষয়ে আদেশ রোববার

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের করা মামলায় সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনার জন্য রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আদালত। জামিন বিষয়ে আদেশ রোববার দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভার্চ্যুয়ালি এ শুনানি হয়।

আদালতে রোজিনা ইসলামের জামিন শুনানিতে অংশ নেন তার আইনজীবীরা। আদালতের সামনে গণমাধ্যমকর্মীরা ভিড় করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও সেখানে ছিলেন। আদালতের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন রোজিনা ইসলামের স্বামী মনিরুল ইসলাম ও স্বজনেরা।

দুপুর ২টার দিকে শেষ হয় তার জামিন শুনানি। এর আগে দুপুর ১২টা ৪৯ মিনিটে ঢাকা মহানগর হাকিম বাকী বিল্লার ভার্চুয়াল আদালতে তার জামিন শুনানি শুরু হয়। রোজিনার জামিন শুনানি করেন আইনজীবী এহসানুল হক সমাজি ও প্রশান্ত কুমার কর্মকার।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ও দণ্ডবিধিতে করা এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে (ডিবি) দেওয়া হয়েছে। ডিবি আজ জানিয়েছে, রোজিনার মামলার বিষয়ে তারা কোনো চাপে নেই। স্বাধীন তদন্ত হবে।

এর আগে পুলিশ রোজিনা ইসলামকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে গত মঙ্গলবার আদালতে হাজির করে। একই সঙ্গে রোজিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের

জন্য রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে পুলিশ। অন্যদিকে রোজিনা ইসলামের জামিনের আবেদন জানান তার আইনজীবীরা। ওই দিন শুনানি নিয়ে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিম রিমান্ড আবেদন নাকচ করেন এবং রোজিনার জামিন আবেদনের ওপর অধিকতর শুনানির জন্য ২০ মে দিন ধার্য করেন। সেদিন আদালতের নির্দেশে রোজিনাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

রোজিনা ইসলাম গত সোমবার দুপুরের পর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যান। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে একটি কক্ষে ৫ ঘণ্টা আটকে রাখেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে রোজিনাকে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাকে রাত ৯টার দিকে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

পরে রাত পৌনে ১২টার দিকে তার বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়। মামলার বাদী হন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব শিব্বির আহমেদ ওসমানী।